ভোরের কাগজ

MAY 09 2002

তারিখ ১২ ... ৪

সম্মেলন নিয়ে ঢা.বি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের রাজনীতি ফের চাঙ্গা

নেতৃত্ব নিয়ে গ্রুপিং-লবিং যথারীতি

রাশিদুল হাসান : বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আসন্ন সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের রাজনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এদিকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক যেভাবে কাউন্সিলরদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও একইভাবে এ পদ দুটিতে নেতৃত্ব নির্বাচনে কাউন্সিলরদের ভোট নেওয়া হতে পারে। পদ প্রত্যাশী নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান নেতাদের বাসায় গ্রুপিং, লবিং-এ ব্যস্ত রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা না হলেও হলগুলোতে সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। আগামী ১৫ মে থেকে ৩১ মের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হবে। এর আগে কয়েকবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা অনুষ্ঠিত হয়নি। সর্বশেষ আগামী ১৬ জুন সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হলেও ঐ তারিখও পরিবর্তন করা হয়েছে বলে ছাত্রলীগ সূত্রে জানা যায়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনা বিদেশ সফর শেষে দেশে ফিরে এলে চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারিত হবে বলে জানা যায়।

ছাত্রলীগের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্ভাব্য সভাপতি হিসেবে অধিকাংশ নেতাকর্মী দেলোয়ার হোসেনের নাম বলেছেন। ত্যাগী এবং সাহসী নেতা হিসেবে দেলোয়ার হোসেনের কথা উল্লেখ করে ছাত্রলীগ

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম

সম্মেলন নিয়ে ঢা.বি ক্যাম্পাসে

● শেষের পাতার পর কর্মীরা বলছেন, এরক
নেতা হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
ছাত্রলীগের অবস্থা আজ এতো করুণ হত
না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনী
বিভাগের ছাত্র এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যা
কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক।

সভাপতি হিসেবে অন্যান্য যাদের ন
শোনা যাচ্ছে তারা হলেন : শহীদুল্ল
হলের সভাপতি হেমায়েত উদ্দীন হি
জগন্নাথ হলের সাধারণ সম্পাদক পঙ্ক
সাহা, বিপুল সরকার, সৈয়দ আবু তো
মোঃ আলিম, শাজাহান ইসলাম ব
প্রমুখ।

সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যাদের
আলোচনায় এসেছে তাদের মধ্যে রয়ে
ছাত্রলীগ ফজলুল হক হল শাখার সভা
চৌধুরী সাইফুন্নবী সাগর একই হ
সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হো
দেবাশীষ রায়, মনির হোসেন, জা
জয়নাল আবেদীন জয় প্রমুখ। এ
সাংগঠনিক সম্পাদক পদে অপর্না পা
নাম আলোচনায় এসেছে।

এদিকে সম্মেলন অনুষ্ঠানের জ
গতকাল ৩ সদস্যের একটি আহ্ব
কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির আহ্ব
এবং যুগ্ম আহ্বায়ক হলেন যথা
মোস্তাফিজুর রহমান বিপ্লব এবং আল
হাসান। এছাড়া অভ্যর্থনা উপক
আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন, অ
উপকমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ আবু
এবং শৃঙ্খলা উপকমিটির আহ্বায়ক
এবং লিটন।

হলগুলোর মধ্যে ফজলুল হক
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ১৫ মে, শহী
হলে ১৬ মে, জগন্নাথ হলে ১৮
জহুরুল হক হলে ১৯ মে, সলিমুল্লা
২০ মে, এ এফ রহমান হলে ২
মুহাসীন হলে ২২ মে, জসীমউদ্দী
২৩ মে, কুয়েত মৈত্রী হলে ২৪ মে
হলে ২৬ মে, বঙ্গবন্ধু হলে ২৭ মে,
হলে ২৮ মে, রোকেয়া হলে
শামসুন্নাহার হলে ৩০ মে
ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে ৩১ মে
অনুষ্ঠিত হবে।